দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৯

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে হাঙ্গামা

ব্যাপক হাঙ্গামার ফলে বুধবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পন্ড হয়ে গেছে। কলেজটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নিদারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, মধ্যাহ্নে লাঞ্চ প্যাকেট তথা উৎসব অনুষ্ঠানের খাবার বিতরণের মত একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা এবং পরে এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। দু'দফা সংঘর্ষে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। ফজলে রাব্বী হলের অনেকগুলো কক্ষে ভাংচুর ও অগ্নি-সংযোগ করা হয়। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অফিস তছনছ করা হয়। হাঙ্গামার ফলে আহত হয় ৩২ জন। সংঘর্ষকালে এত বেশী বোমাবাজি ও গোলাগুলি হয় যে ফায়ার ব্রিগেড আগুন নেভানোর জন্য এগুতে পারেনি। পরে অবশ্য পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। এই অবস্থায় কেবল সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানই পন্ড হয়নি, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিতে হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হল ত্যাগ করতে হয়। বুধবারের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সংঘটিত সহিংসতা আমাদের মর্মাহত করেছে, উদ্বিগ্ন করেছে। সেখানকার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মত একটি মহতী অনুষ্ঠান এভাবে পন্ড হওয়ার ঘটনা আমাদের ব্যথিত করেছে।

রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে হোক কিংবা যে-কোন কারণেই হোক, ছাত্রদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ ঘটুক— এটা কারও কাম্য হতে পারে না। আর তার পরিণামে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবার ঘটনাও কারও অভিপ্রেত নয়। তা সত্ত্বেও গত দু'দশকে এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটেছে। কেবল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেই নয়, অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। এর ফলে যে সেশন জট সৃষ্টি হয়েছে আজ পর্যন্ত তার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি। আমরা বার বার শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের বীজ উপড়ে ফেলার অনুরোধ করেছি। সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা গোটা জাতিকে মুক্ত করার কথা বলেছি। আমরা আবারও সেই আবেদন জানাই।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের গৌরব, আমাদের গর্ব। এই প্রতিষ্ঠান থেকে গত পঞ্চাশ বছরে যে অসংখ্য চিকিৎসক বেরিয়েছে তারা এদেশের আর্তমানবতার সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। অন্যদিকে চিকিৎসা শাস্ত্র পঠন-পাঠনের বিশিষ্ট পাদপীঠ হিসাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানটি সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছিল— এটা নিঃসন্দেহে গোটা জাতির জন্যই একটি আনন্দজনক ঘটনা। অথচ অনাকাঙ্খিত সহিংসতার ফলে সেই আনন্দজনক ঘটনাটি পরিণত হয়েছে একটি চরম দুঃখজনক ঘটনায়।

আমাদের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অথবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য কোথাও আর এমন সহিংস ঘটনা ঘটবে না। আমরা আরও আশা করব যে অচিরেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আবার খোলা হবে এবং নতুন করে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তা সাফল্যজনকভাবে শেষ করা হবে।